চার ইমামের আকীদাহ (আবূ হানীফা, মালেক, শাফে'ঈ ও আহমাদ ইবন হাম্বল)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রশ্ন ও উত্তর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

প্রশ্ন: যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমাদের কি এ বিশ্বাস করা বৈধ যে, তারকাসমূহ বা নক্ষত্ররাজি কল্যাণ, তাওফীক ও সৌভাগ্য লাভে কিংবা অকল্যাণ, অপছন্দনীয় বস্তু ও মুসিবত দূর করার ক্ষেত্রে সৃষ্টিজগৎ ও মানুষের ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম?

উত্তর: বল, এরূপ বিশ্বাস করা জায়েয নয়। কারণ, এ বিষয়ে তার কোনো প্রভাব নেই। আর দুর্বল বিবেক ও ধারণার অনুসারী ব্যতীত কেউ এসব মিথ্যুকদের কল্পকাহিনীতে বিশ্বাস করে না। এরূপ বিশ্বাস করা শির্ক। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে কুদসিতে বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে বলল আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী ও নক্ষত্রকে অস্বীকারকারী। আর যে বলল, আমরা অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি লভ করেছি, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও তারকার প্রতি বিশ্বাসী"। হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। অতএব জাহেলী সমাজ বিশ্বাস করত যে, বৃষ্টির আগমনে তারকারাজির প্রভাব রয়েছে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9987

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন